জলে চলে মহাভাগ, বুকে ছিল জলদাগ,
জন্মদেশে বিখ্যাত সকল।।
'হরে রাম' 'হরে রাম', 'জয়রাম' 'সীতারাম',
অবিরাম গায় নামগীত।
বেদভিটা সেই বাটী, প্রভু জ্ঞাতি ভাই দু'টি,
সে বাটীতে হ'ল উপনীত।।
ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত সময়, তারাচাঁদ বে'র হয়,
'দাদা'! বলি মালুকে ডাকিল।
ঝপ্ ঝপ্ করি নীরে, হরিনাম জপ করে,
বাড়ী' পরে কে যেন উঠিল।।
হীরামনে গিয়া ধরে, দু'ভাই সুধায় তারে,
বলে 'কেরে তুই মহাবল।
বল দেখি মন খুলে, আ'জ এই রাত্রিকালে,
কি কারণে এলি তাহা বল?
হীরামন কহে কথা, "কি কব মম বারতা,
শুন খুল্লতাত তারাচাঁদ।
অঞ্জনা আমার মাতা, বানর কিশোরী পিতা,
প্রাণদাতা বাবা হরিচাঁদ।।
রামদাস বায়ুপুত্র, মহারাজ বালাক্ষেত্র,
অনুচর সুগ্রীব রাজার।
হিয়া নাহি হয় ধৈর্য্য, জ্ঞান নাহি অন্তর্বাহ্য,
ত্যজ্য আর্য্য চৈতন্য বালার।।
কি বলিতে কিবা বলি, বুঝিতে নারি সকলি,
না জানি জলে কি স্থলে যাই।
হরিচাঁদ রূপরসে, দেহতরী ডুবে ভাসে,
ভাঁটি খেলি আবার উজাই।।
হরিচাঁদ ইচ্ছাময়, সকলি তাঁর ইচ্ছায়,
না জানি কি ইচ্ছা তার মনে।
সেই ভ্রমাইলে ভ্রমি, দেখিতে জনম ভূমি,
স্বনৌকায় চলেছি দক্ষিণে।।
ঘাসকাটা নায় চড়ি, যা'ব বালাদের বাড়ী,
দিন কত আসা-যাওয়া সার।
ইচ্ছিল শ্রীহরিচাঁদ, করিতে পতিত আবাদ,
বালাবাড়ী বাড়ী ও খামার।।"
তারাচাঁদ মালুরাম, বলে বাছা চিনিলাম,
তোরে ল'য়ে হ'ল হুড়াহুড়ি।
তুই ছিলি মরা শব, জুটিয়া বালারা সব,
তোরে ফেলে যায় অই বাড়ী।।
শব ছিলি এই রাতে, প্রাণপ্রাপ্ত এইমাত্রে,
এ মাহাত্ম্য সে মেজো দাদার।
প্রতিষ্ঠা বাড়িবে বলে, তোরে ভাসায়েছে জলে,
মনে তোর রাম অবতার।।
হরিচাঁদ রূপনীরে, বাছাধন সে পাথারে,
একেবারে দিয়াছিলে ঝাঁপ।
যাহা কহ তাহা ঠিক, শুনিতে যেন বিদিক,
রামলীলা ভাবের প্রলাপ।।
দণ্ডেক নিশী থাকিতে, হীরামন তথা হ'তে,
গৃহে যায় এক নায় উঠে।
মল্লকান্দী গ্রামে এসে, খালকূলে নামি' শেষে,
রাউৎখামার যায় হেঁটে।।
হীরামনে দরশনে, সকলে আশ্চর্য্য গণে,
হইল হৃদয় প্রফুল্লিত।
রামাগণে বামাস্বরে, হুলুধ্বনি সবে করে,
জ্ঞাতিবন্ধু সবে পুলকিত।।
হীরামন প্রাণ পান, ব্যাধিমুক্ত দেশে যান,
শ্রীহরি চরিত্র সুধাধার।
এ দুস্তর ভবার্ণবে, হরিতরী কর সবে,
কহে দীন রায় সরকার।।

পুত্রের জন্ম ও মৃত্যু

হীরামনে দরশনে শ্রীচৈতন্য বালা।
কহে "হরি ঠাকুরের কি আশ্চর্য্য লীলা।।